উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর-৪

সড়ক নং-৬/এ, উত্তরা মডেল টাউন ঢাকা।
সভাপতি ঃ মেজর (অবঃ) আনিছুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ঃ কামাল হোসেন

উকস-৪/২০১৮/ ৮৪ তারিখঃ ১৭/৩/২০১৮ইং

সার্ভিস প্রোভাইডারদের সেক্টর ৪ এ কাজ করার নীতিমালা

উত্তরা কল্যাণ সমিতি ৪ নং সেক্টরে সকল রাস্তায় সি সি ক্যামেরা বসানোর একটি মেগা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ২০০ ক্যামেরা এবং পরবর্তী পর্যায়ে আরো ২০০ ক্যামেরা মোট ৪০০ ক্যামেরা বসানো হবে। যার কার্যক্রম এপ্রিল ২০১৮ তে টেন্ডারের মাধ্যমে শুরু করা হবে। এই সকল ক্যামেরা, নেটওয়াক ডিভাইস ও নেটওয়ার্কের তার (ফাইবার অপটিক) ক্যাবলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই সেক্টরের যে সকল ক্যাবল টিভি ও ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার ব্যবসা করে তাদের জন্য উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর-৪ কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এর ফলে সার্ভিস প্রোভাইডারদের রোডে ব্যবহৃত মালামাল ও তাদের ক্যাবেলেরও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। ইতিমধ্যে সকলকে ১৩.২.২০১৮ তারিখে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছিল এবং গত ১২ ই মার্চ সার্ভিস প্রোভাইডারদের সাথে কল্যাণ সমিতি একটি সভা করে। সেই সভায় অংশগ্রহণকারী সকল সার্ভিস প্রভাইডাররা মৌখিক ভাবে উপস্থাপন করা নীতিমালার ব্যপারে একমত পোষণ করেন এবং এর ফলে তাদের মালামাল ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এই মর্মে একমত প্রকাশ করে।

নিম্নে নীতিমালা সমূহ উল্লেখ করা হলঃ

১. প্রত্যেক সার্ভিস প্রোভাইডার তার নিজস্ব প্যাডে ৪নং সেক্টরে কাজ করার জন্য একটি আবেদন করবে। এই আবেদনের সাথে ট্রেড লাইসেন্স এর ফটোকপি ব্যবসা সংক্রান্ত লাইসেন্স যেমন ক্যাবল অপারেটর লাইসেন্স/ আই এস পি লাইসেন্স এর ফটোকপি, টিন সার্টিফিকেটের ফটোকপি ও যারা সেক্টরে কাজ করবে তাদের ছবি জমা দিবে।

২. কল্যাণ সমিতিতে নাম নিবন্ধনের জন্য প্রথমে পাঁচ হাজার টাকা ও পরবর্তীতে প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে সার্ভিস চার্জ বাবদ তিন হাজার টাকা করে কল্যাণ সমিতির অফিসে মানি রিসিটের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে।

৩. কল্যাণ সমিতির দেয়া আই ডি কার্ড কাজ শুরুর পূর্বে সমিতির অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে এবং কল্যাণ সমিতির রেজিষ্টারে কোন সড়কে এবং কোন বাসায় কাজ করবে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। কাজ শেষে কল্যাণ সমিতির আই ডি কার্ড ফেরত দিতে হবে সেই সময় পূর্বের উল্লেখিত ঠিকানা ছাড়াও আরো কোন বাসায় কাজ করছে কিনা সেটাও রেজিষ্টারে উল্লেখ করতে হবে। কল্যাণ সমিতির আই ডি কার্ড সংগ্রহ করার জন্য প্রত্যেকেই নিজের প্রতিষ্ঠানের আই ডি কার্ড কল্যাণ সমিতির অফিসে জমা রাখতে হবে এবং কাজ শেষ করে ~~সমিতির~~ সমিতির আই ডি কার্ড ফেরত দিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠানের আই ডি কার্ডটি নিয়ে যাবে।

৪. সেক্টরে কাজ করার সময় সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে রাত ৮.০০ টা সময় পর্যন্ত কাজ করতে পারবে। যদি নির্ধারিত সময়ের পরেও জরুরী কাজ করতে হয় তাহলে কল্যাণ সমিতিকে কোথায় কাজ করবে তা অবহিত করে কাজ করতে হবে।

৫. সেক্টরে কোন জিনিসপত্র বা তার নতুন করে লাগানোর জন্য সমিতির অনুমতির প্রয়োজন হবে না। কিন্তু কোন জিনিসপত্র বা তার খুলতে গেলে কোথা থেকে খুলবে এবং কি জিনিস খুলবে তা সমিতিকে অবশ্যই অবহিত করতে হবে।

উত্তরা কল্যাণ সমিতি উত্তরা

উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর-৪

সড়ক নং-৬/এ, উত্তরা মডেল টাউন ঢাকা।

সভাপতি ঃ মেজর (অবঃ) আনিছুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ঃ কামাল হোসেন

৬. বাইরে থেকে কোন মই নিয়ে এসে সেক্টরের ভিতরে প্রবেশ করা যাবে না এবং সেক্টরের কোন গাছ বা বৈদ্যুতিক খুটির সাথে মই রাখা যাবে না। কল্যাণ সমিতি প্রত্যেকের মই রাখার জন্য সমিতির অফিসে জায়গা করে দিবে। আই ডি কার্ড নেওয়ার সময় মই নিয়ে যেতে পারবে এবং আই ডি কার্ড জমা দেওয়ার সময় মই রেখে যাবে। যার যার মই চিহ্নিত করার জন্য কোম্পানির নাম সংক্ষিপ্ত আকারে মইয়ের গায়ে লিখে রাখবে।

৭. যে সকল প্রতিষ্ঠানের অফিস ৪ নং সেক্টরে আছে তারা যার কাছ থেকে অফিস ভাড়া নিয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানের নামে অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্রের ফটোকপি কল্যাণ সমিতির অফিসে দাখিল করতে হবে।

৮. যাদের সেক্টরে অফিস আছে কিন্তু ৪নং সেক্টরের বাইরে বা অন্যান্য সেক্টরে কাজ করে তারা ঐ সকল সেক্টরে কাজ করার জন্য তাদের মই ঐ সকল সেক্টরে রাখার ব্যবস্থা করবে। ওই সকল সেক্টরে কাজ করার পর মই নিয়ে ৪নং সেক্টরে ঢুকতে পারবে না।

৯. যদি কারো দ্বারা কল্যাণ সমিতির সি.সি. ক্যামেরার, ফাইবার অপটিক ক্যাবল, নেটওয়ার্ক ডিভাইস ও রোড মার্কিং এর ক্ষতি সাধন হয় অথবা অন্য কোন সার্ভিস প্রোভাইডারের ক্ষতি হয় তাহলে সেই প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকবে। প্রয়োজনে কল্যাণ সমিতি সেই প্রতিষ্ঠানকে ৪ নং সেক্টরে কাজ করার অনুমতি বাতিল করে দিতে পারবে।

১০. কল্যাণ সমিতি তার নিজস্ব পোলের মাধ্যমে সেক্টরের অভ্যন্তরে যে সকল ফাইবার অপটিক্যাবল লাগিয়েছে বা ভবিষ্যতে লাগাবে সেই তারের সাথে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ক্যাবল লাগানো যাবে না।

১১. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তাদের ক্যাবল সুন্দর ও পরিপাটি ভাবে লাগাবে যাতে দৃষ্টিকটু না লাগে এবং সেক্টরের সৌন্দর্য হানি না হয়। সেক্টরের যে সব জায়গায় অপরিকল্পিত ভাবে ক্যাবল ঝুলানো আছে সেই গুলি সুবিন্যস্ত করার জন্য কল্যাণ সমিতি সকল প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট তারিখ দিয়ে ডাকলে তারা অবশ্যই সেই দিন কাজ করার জন্য উপস্থিত থাকবে এবং এই কাজে সহযোগীতা করবে। যদি কোন প্রতিষ্ঠান সেই ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে তাদের অগোছালো তার কল্যাণ সমিতির মাধ্যমে অপসারণ করা হবে।

১২. সময় সময় এই নীতিমালা আলোচনার মাধ্যমে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যাবে এবং কল্যাণ সমিতি প্রতি দুই/তিন মাস অন্তর অন্তর সার্ভিস প্রোভাইডারদের সাথে সুবিধা অসুবিধা নিয়ে মতবিনিময় সভা করবে।

সকল সার্ভিস প্রোভাইডারদের এই নীতিমালা মেনে চলার জন্য কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হলো এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তাদের সেবার মান বৃদ্ধি করে ব্যবসা পরিচালনা করবে যাতে গ্রাহকরা আরো উন্নত সার্ভিস পায় এবং ভবিষ্যতে সকলের ব্যবসার আরো উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে,

কামাল হোসেন
সাধারণ সম্পাদক
উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর-৪

উত্তরা কল্যাণ সমিতি উত্তরা সেক্টর-৪

নিরাপত্তা কমান্ডার ঃ০১৯২২১১৫৯০১,বর্জ্য অপসারণঃ০১৯২২১১৫৯০৬, হিসাব রক্ষকঃ ০১৯২২১১৫৯০৭, হিসাব সহকারী ০১৯২২১১৫৯০৮, অফিস সহকারী ০১৯২২১১৫৯০৩, বিল কালেক্টরঃ ০১৯২২১১৫৯০৯, ০১৯২২১১৫৯১০, ০১৯২২১১৫৯১১, ০১৯২২১১৫৯১২, কল সেন্টার ঃ ০৯৬৩৬৭৭৭২২২, E-mail:ukss490@gmail.com, www.facebook.com/uttara kallyan samity sector-4. www.uks4.org